তারিখ 22 NOV 2017 পৃ. 9 কলাম 5

প্রথম আলো

মা-বাবার তুলনায় ১৮ কোটি শিশুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার

ইউএন নিউজ সেন্টার ●

বিশ্বের ১৮ কোটি শিশু তাদের মা-বাবার শৈশবের তুলনায় অন্ধকার ভবিষ্যৎ ও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। জাতিসংঘের শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) এক বিশ্লেষণে এই তথ্য উঠে এসেছে। গত সোমবার তা প্রকাশিত হয়। বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে এই বিশ্লেষণ করেছে সংস্থাটি।

ইউনিসেফের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, প্রতি ১২টি শিশুর মধ্যে একটি শিশু এমন দেশে বসবাস করে, যেখানে তাদের মা-বাবার শৈশব তাদের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এতে বলা হয়, ৩৭টি দেশের ১৮ কোটি শিশু চরম দারিদ্র্যের মাঝে বসবাস, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং সহিংসতায় প্রাণহানির ঝুঁকিতে আছে। ২০ বছর আগেও ওই দেশগুলোর শিশুরা এত ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ছিল না।

ইউনিসেফের উপাত্ত, গবেষণা এবং নীতিমালাবিষয়ক পরিচালক লরেন্স স্যান্ডি বলেন, 'বিশ্বের অধিকাংশ শিশুর ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক এবং অভূতপূর্ব উন্নয়ন দেখেছে আগের প্রজন্ম। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, অনেক শিশু এর বাইরে রয়ে গেছে, তা আমরা ভুলে গেছি। অথচ এর জন্য ওই শিশুদের কিংবা তাদের পরিবারের কোনো দায় নেই।'

লরেন্স বলেন, প্রত্যেক অভিভাবকের প্রত্যাশা তিনি শৈশবে যে সুবিধাগুলো পেয়েছিলেন, তার তুলনায় নিজের সন্তানকে আরও বেশি সুবিধা দেবেন। এবারের বিশ্ব শিশু দিবসে এটা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে অনেক শিশু আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পরিবর্তে তাদের সামনের সুযোগগুলো কমে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে।

ইউনিসেফের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ১ দশমিক ৯০ ডলারের কম দিয়ে দৈনন্দিন জীবনযাপন করে—এমন লোকের সংখ্যা ১৪টি দেশে বেড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বেনিন, ক্যামেরুন, মাদাগাস্কার, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে। মূলত দেশগুলোতে সংঘাত, অস্থিতিশীলতা এবং দুর্বল শাসনব্যবস্থার কারণে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। সংঘাতের প্রভাব, আর্থিক সংকট এবং দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ২১টি দেশে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার কমে গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সিরিয়া ও তানজানিয়া। সহিংসতার কারণে সাতটি দেশে ১৯ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুর হার বেড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র, ইরাক, লিবিয়া, দক্ষিণ সুদান, সিরিয়া, ইউক্রেন ও ইয়েমেন।

ইউনিসেফের আরেক জরিপে দেখা গেছে, ১৪টি দেশের ৯ থেকে ১৮ বছরের শিশুদের অর্ধেকে মনে করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বিভিন্ন দেশের শিশুদের কাছে প্রশ্ন ছিল—তারা নিজেদের জন্মদিনে কাকে দাওয়াত করবে? এ তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন যথাক্রমে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, ফুটবল তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, গায়ক জাস্টিন বিবার ও টেইলর সুইফট।

ইউনিসেফের তথ্য

৩৭টি দেশের শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং সহিংসতায় প্রাণহানির ঝুঁকিতে। ২০ বছর আগেও ওই দেশগুলোর শিশুরা এত ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ছিল না